MANCHESTER 1824
The University of Manchester

Royal Geographical Society with IBG
Advancing geography and geographical learning

University of Dhaka

THE LIVED EXPERIENCE OF CLIMATE CHANGE

A STORY OF

ONE PIECE OF LAND IN DHAKA

পট-গান "জল-দুয়ারী"

Venue Partner

BRITISH COUNCIL

ICCCAD
International Centre for Climate Change and Development
an Independent University, Bangladesh initiative in partnership with BCAS and IIED

25 April 2016
#CBA10

28 April 2016
British Council Bangladesh

29 April 2016
Project field site, Dhaka

#GDIpotgan

THE LIVED EXPERIENCE OF CLIMATE CHANGE

Dr Joanne Jordan

Lecturer in Climate Change and Development,
Global Development Institute, The University of Manchester

The Lived Experience of Climate Change: A Story of One Piece of Land in Dhaka forms part of the Global Development Institute's programme of research on climate resilience, adaptation and land tenure. The urban poor show significant capacity to develop strategies to improve their resilience to climate change. However, these strategies can be affected by land tenure rights; insecure tenure can reduce the incentive for people to invest scarce resources in risk reduction. This study set out to understand how land tenure influences climate change impacts and in turn how land tenure can influence strategies for enhancing climate resilience in a slum in Dhaka.

The University of Manchester's Global Development Institute, in collaboration with the Department of Theatre and Performance Studies, University of Dhaka, decided to embark on an exciting initiate, using traditional forms of civic education and entertainment in Bangladesh known as Pot Gans. These performances are used to build awareness of how climate change affects the lives of those living in the project field site. This Pot Gan performance is based on a questionnaire survey, in-depth interviews and focus groups with over 600 people in a slum in Dhaka. Joanne Jordan spent several months talking face-to-face with people in their homes, work places, local teashops and on street corners, and this performance is based on some of the stories they shared with her.

The performance is a tale of how climate change is linked to many other problems experienced in the 'everyday' life of slums in Dhaka. It brings together the realities of exclusion and poverty and also highlights the points at which it is important to intervene to make people more resilient to the effects of climate change. Climate change intensifies the exclusion suffered by the poorest, in this performance, we are all encouraged to think about what needs to be done to support the people of Bangladesh to respond to one of the biggest environmental and development challenges of the 21st century.

We hope you enjoy the performance of Pot Gan 'Jol-Duari' **The Lived Experience of Climate Change: The Story of One Piece of Land in Dhaka.**

আমরা আশা করি আপনারা সবাই জলবায়ু পরিবর্তনকে উপজীব্য করে নির্মিত "জল-দুয়ারী"- জলবায়ু পরিবর্তন এর বাস্তব অভিজ্ঞতাঃ **ঢাকার একখন্ড জমির গল্প** পটগানটি উপভোগ করেছেন।

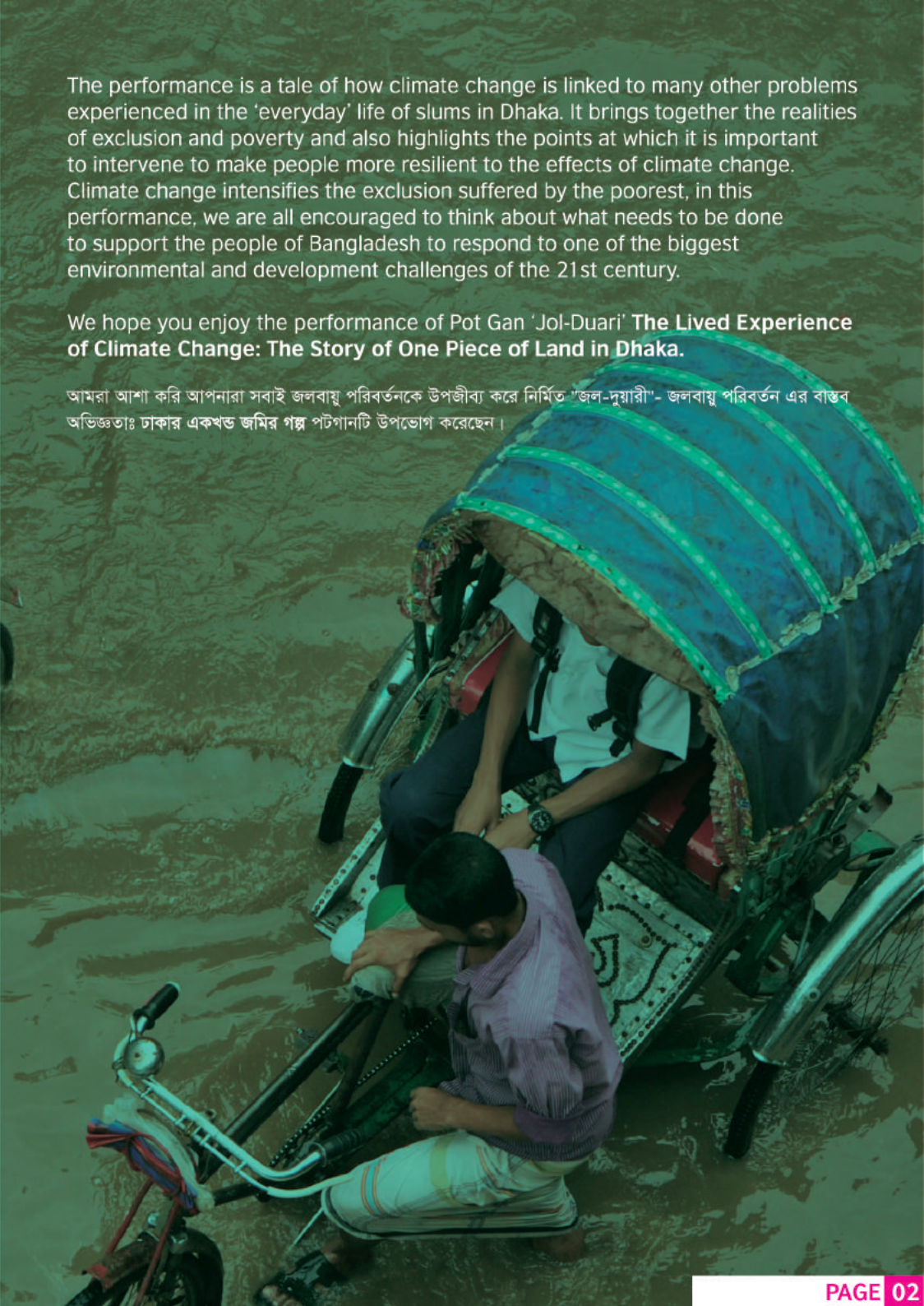

জল-দুয়ারী

গান

ইলশা গ্রামের নাম মেঘনা নদীর পাড়ে।
হাজার চারেক থাকতো লোক শত তিনেক ঘরে।
সূর্যের আলো জলের পরে করে ঝিলমিল খেলা।
বারো মাসের তের পার্বণ নানান জাতের মেলা।
সেই গাঁয়ের রহিম মিয়া মাছের ব্যাপারী।
ঘরে তাহার সুন্দরী বউ স্বর্ণা নাম তাঁরই।
লোকে বলে নদীর জলে হুজুর বাস করে।
খারাপ কথায় মন্দ কাজে ঘর ভাইঙ্গা মারে।
নদীর পাড়ে মাইয়া লোকের যাইতে মানা আছে।
সেই ডরেতে বউ বেটিরা চায় নদীর কাছে।
কপালের ফের কেউ জানে না কি ছিল তার ভুল।
রহিমের ঘর হইল কাবার ভাইঙ্গা নদীর কুল।

বর্ণনা

গায়ক/কথক: বাপ দাদার রেখে যাওয়া আবাদী জমি বহু আগেই বিলীন হয়েছিল মেঘনার বুকে। যে শেষ বসত ভিটে, তাও ছাড়লো না সর্বগ্রাসী মেঘনা।

না রইল মাথা গোজার ঠাঁই, না রইল কর্ম, জীবিকার নিশ্চয়তা। কাল রাতের গরম ভাতের উপর ভাজা কই মাছ ছিল, আর সকালে মাছের কাটাও নিশ্চিহ্ন।

এ নিশ্চিহ্ন হবার চিত্র রহিমের একার নয়। হাজারো রহিমের পরিবারের মেঘনার বুকেবিলীন হওয়ার নিরন্তর দুঃখ গাঁথা। এতো মেঘনার বুকে বিলীন হওয়া একজন রহিমের গল্প। এই গ্রামের পাশের গ্রামে থাকতো নজরুল মিয়া, সেও ভিটা মাটি ছাড়া হয়েছে। তবে মেঘনার ভাঙনে নয়, শিক্ষিত আহনী এক ভূমি লোলুপ উকিলের মার প্যাচে হারাতে হয়েছে ঘর।

কাঠের ব্যবসায়ী মোহাম্মদ হাফিজ, বাপদাদার এই পেশাকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করছিল। ইট ভাটায় নিয়মিত কাঠের যোগান দিতো। সেখানে থেকে এক সময় আর টাকা পায় না। এরূপ প্রতারণায় পুঁজিহীন, ঋণগ্রস্থ হাফিজ বংশ মর্যাদার প্রশ্নে অন্য কোন পেশা গ্রহণ করতে পারে না। জীবিকার তাগিদে গ্রাম ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কেননা মানুষ বাঁচতে চায়। জীবন-জীবিকার তাগিদে নতুন গন্তব্যে পাড়ি জমায়।

শুধু রহিম, নজরুল হাফিজই নয়, আরো অনেকেই আর্থিক স্বচ্ছলতা, সন্তানদের সু-শিক্ষিত করা, ঋণগ্রস্থ জীবনের অভিশাপ থেকে মুক্তি, আরেকটু ভালোভাবে বাঁচার আকাঙ্খায় নতুন গন্তব্যের খোঁজ করে। কিন্তু কোথায় সে গন্তব্য?

গান

ঢাকা শহর আইসা আমার পরান জুড়াইছে... আশা ফুরাইছে...।

গান

নিয়ন বাতি, দালান কোঠা মটর ঘোড়া গাড়ি।
শহর মিঝে আছে গ্রামে নাম জল দুয়ারী।
ঝিলের ধারে গ্রামটারে বলে রূপনগর।
গাছ গাছালি সবুজে ঘেরা দেখিতে সন্দর।
ছোট বড় মাটির ঘর জংলা চারি ধারে।
জোনাক জ্বলে সাঁঝের বেলায় শেঁয়াল ডাক পাড়ে।
ঝিল ছিল লোকের কাছে সমুদ্দরের মত।
ঝিলের জলে ধরত মাছ নানান জাতের কত।
নৌকা চলত ঝিলের জলে পাল তুলিয়া হায়।
এসব কথা শুনতে আজব দারুণ লাগে ভাই।
লোক জনে বসত করে মিলিয়া মিশিয়া।
বসতি বাড়তে থাকে থাকিয়া থাকিয়া।

বর্ণনা

গায়ক/কথক: আজকের এই জল দুয়ারী একদিনে তৈরি হয়নি। ভাগ্যান্বেষী হত দরিদ্র মানুষ একটু মাথা গুঁজবার ঠাঁই পেতে এখানে আশ্রয় নিয়েছে। এখানে একসময় ঝিল, জংলা ইত্যাদি দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলো।

কেউ কেউ এইসব জায়গা পরিস্কার করে, ভরাট করে বসতি স্থাপন করেছে। লিজ নেওয়া জমিতে ঘর তৈরি করে ভাড়া দিয়েছে। জমির মূল্য কম হওয়ায় অনেকেই জমি কিনেছে। ভাড়া কম হওয়ায় শহরে আসা নতুন মানুষেরা এখানে তাদের জীবন গেঁথে নিয়েছে। নিচু জমি আস্তে আস্তে ভরাট করে দালান কোঠা তৈরি করা হয়েছে। এইসব জমি থেকে আবার অনেককেই উচ্ছেদ করা হয়েছে বৈধ কাগজপত্র না থাকায়। এইভাবে ঝিল, দখল-বেদখল, হাত বদল এর মধ্যদিয়ে গড়ে উঠেছে ভিটেবিহীন মানুষের বাস্তু ভিটে।

দৃশ্য-ক

[একটি পরিবার জল-দুয়ারী তে বসতের উদ্দেশ্য আসে। দালালের মাধ্যমে ম্যানেজারের কাছ থেকে জায়গা বুঝে নেয়।]

কাশেম: মকবুল ভাই ও কমবুল ভাই।
মকবুল: আরে কাশেম যে।
কাশেম: আস্সালামুআলাইকুম, ভাই।
মকবুল: ওয়ালাইকুমুস্সালাম, ভাই।

কাশেম: একটা পরিবারের কথা বলছিলাম, ওরা আসছে।
মকবুল: ও কই? ডাকো।
কাশেম: এই, এই দিকে আসো। সালাম দেও, সালাম দেও।
হালিম: আস্সালামুআলাইকুম।
মকবুল: ওয়ালাইকুমুস্সালাম।
কাশেম: ভাই, আমার পাশের গ্রামের লোক, নদীতে ঘর বাড়ি ভাইঙ্গা লইয়া গ্যাছে।
মকবুল: ঠিক আছে, ব্যবস্থা হবে, নিয়ম কানুন সব বলে দিছ তো?
কাশেম: সব বলা আছে।
মকবুল: কোন ঝামেলা যেন না হয়।
কাশেম: ভাই কি যে কন, আমার উপর আপনের বিশ্বাস নাই। একসাথে কতদিন কাজ করতাছি, আপনি শুধু শুধু চিন্তা করতাছেন।
মকবুল: ঠিক আছে, তাহলে এদিকে আসো। ওদের জন্য জায়গা ঠিক করছি নামার দিকে।
কাশেম: নামার দিকে। আচ্ছা ঠিক আছে।
মকবুল: টাকা পয়সা নিয়া রাখছ সব?
কাশেম: হ ভাই, অর্ধেক আমি নিয়া রাখছি। আর বাকি অর্ধেক জায়গা দেওয়ার পর দিব।
মকবুল: আচ্ছা তাহলে এদিকে আসো আর ওই পিলার থেইকা ১০ হাত জায়গা মেপে নাও।
হালিম: একটু উঁচুতে দেওয়া যায় না?
কাশেম: আরে মিয়া, এটাই ভাল। আমার উপর বিশ্বাস নাই...
মকবুল: এই মাপো। মাপো...
হালিম: এক, দুই...এ ভাই পানির ব্যবস্থা কি?
কাশেম: আরে বাবা, আপাতত মেসেরটা ব্যবহার কর, পরের টা পরে দেখতাছি।
হালিম: তিন, চার...।
জোছনা (হালিম-এর বউ): এই যে শোনেন। [সে তাকে কানে কানে বলে]
হালিম: এ ভাই পেশাপ পায়খানার কি ব্যবস্থা?
কাশেম: চিন্তা কর কেন? সবাই যেখানে করে তোমরাও সেখানে করবা। মাপো, মাপো।
মকবুল: কাশেম, তাহলে তুমি টাকাটা নিয়ে বিকেলে আমার অফিসে আসো, আমি গেলাম।
কাশেম: ঠিক আছে ভাই, আস্সালামমুআলাইকুম। (হালিমকে) এই কয় হাত হইছে।
হালিম: আট হাত।
কাশেম: এই দশ হাত ই নিয়ো কিন্তু। বেশি নিও না, আর বিকালে টাকা নিয়া দেখা করবা, আর তোমার একটা কাজের ব্যবস্থা করা যায় কি না দেখতাছি।
হালিম: আচ্ছা।
জোছনা: কি ভাবছিলাম আর কি হইলো। এখানে কেমনে থাকুম, এর থেকে তো আমার গ্রামেই ভাল ছিলো।
হালিম: তাইলে এখন আর কিবা করবি ক...

বর্ণনা

কালের আবর্তনে এই জলদুয়ারী আশ্রয় দিয়েছে আমাদের মতো আরও অসহায় মানুষকে। বৃদ্ধি পেয়েছে তার পরিবারের সদস্য আর কমেছে জীবনমান। তবুও জীবনকে জীবিত রাখার আকাঙ্খা, সঞ্জীবনী শক্তি হয়ে সব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়বার শক্তি দিয়েছে আমাদের। মানুষতো। তাই বেঁচে থাকতে হয়।

চৈত্রের গরমকে উপেক্ষা করে, ভাদ্রের পর এ যন্ত্রণা কমবে সে আশায় বুক বাঁধতে হয়। সন্তানদের ঘুমের যেন ব্যাঘাত না ঘটে, তাই মায়ের হাতের তাল পাখা নিরন্তর ঘুরতে থাকে। বিশেষত, যখন বিদ্যুৎ বন্ধ থাকে। নিজের ঘর্মাক্ত দেহের গন্ধে মনে হয় কোনো গোয়াল

ঘরে শুয়ে আছি। গ্রামে গাছের শীতল ছায়া আর বাও ছিলো। এখানে গাছ আছে তাবে ঘরের পোষ্টার কিংবা টেলিভিশনের পর্দায়।

আকাঙ্খিত বৃষ্টি এক সময় দুর্ভাগ্যের কারণ হয়। গরম কমে বটে তবে বাড়াতে হয় ঘরের আসবাব ও শোবার বিছানার উচ্চতা। ইটের ওপর ইট চাপিয়ে বিছানার উচ্চতা বারে সত্য, তবে বিছানার উপর শুয়ে/আশ্রিত মানুষের জীবন মানের কোনো উন্নতি হয়না। হঠাৎ পাংচার হয়ে যাওয়া গাড়ির মতো ২-৩ ঘন্টার বৃষ্টিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আমাদের বর্ষার জীবন। স্যাঁতস্যাঁতে কাদাময়, ব্যাঙের জীবন। তবুও বাঁচতে হয়। চারপাশের আবর্জনার গন্ধের মাঝে নিজের নিঃস্বাসের জন্য একটু তৃপ্তি খুঁজতে হয়। জানি এই আবর্জনা ভাসা জল পায়ের ভাঁজে ভাঁজে অস্বস্তিকর ঘায়ের জন্ম দিতে পারে তবুও দু'মুঠো খাবারের তাগিদে ঘর থেকে বের হতে হয় আমদের। আর বৃষ্টির পানিতে নিজের ঘরের মেঝে এখন ঝিলের উত্তরসূরী হয়ে ওঠে তখন ঘর বাহিরে পার্থক্যই বা কি।

হতাশা আমাদের সৌভাগ্যই বটে। তাই সামান্য আঠার ওপর ক্ষুদে চুমকীর ঝলকে আমরা স্বপ্ন খুঁজি। লাল রঙা শাড়ী জরিয়ে সন্তানকে দেখে নেই এক ঝলক আর ভবিষ্যতের স্বপ্নকে প্রশ্রয় দিতে থাকি।

দৃশ্য-খ

[মা (ঝর্ণা) বাচ্চাকে খুঁজছেন]

মা: বাবলু রে বাবলু...
গায়েন: কি হয়েছে?
মা: ও ভাই আমার পোলাটারে দেখছো?
গায়েন: ও বাবলু, হ ও তো এইখানে ছিলো। এই এনে ছিলো না?
সবাই: হ হ এইখানেই তো বইসা ছিলো।
একজন: ও তো অনেক আগেই চইল্যা গেছে।
[দর্শকদের সারি থেকে একজন চিৎকার করতে করতে আসল।]
লোক: ও খালা বাবলু নালায় পইড়া গেছে। ওরে তুলছে, তাড়াতাড়ি আও, মনে হয় পোলাটা বাঁচবো না।
[মা চিৎকার করে কেঁদে উঠেন এবং স্টেজ থেকে বেরিয়ে যান।]

বর্ণনা

পানির লাইন বন্ধ থাকলেও উৎসবের রং ধুয়ে ফেলার কোনো তাড়া থাকে না আমাদের। কষ্ট আলিঙ্গন করে জীবনকে যাপনই আমাদের এগিয়ে নিচ্ছে প্রতিনিয়ত। মানুষের কাছে এর নাম বসতি হলেও আমরা জানি এটা আমাদের স্বপ্নের চারণভূমি, জলদুয়ারি।

গান

নিয়ন বাতি, দালান কোঠা মটর ঘোড়া গাড়ি।
শহর মিঝে আছে গ্রাম নাম জল দুয়ারী।

দৃশ্য-১

[জল-দুয়ারীর উঁচু জায়গাতে হাজেরার ঘর। চুমকির কাজ করছে আর ঝর্ণার সাথে কথা বলছে।]
হাজেরা: এই হাত নিয়া কাজ করা যায় নি। রান্না কর সংসার চালাও আবার কামাই কর।
ঝর্ণা: হাজেরা আপা দেহেন তো বাবুর কি হইছে, কয়দিন ধরে খায়না ঘুমায় না খালি কান্নাকাটি করে।
হাজেরা: কই, দেহি কি হইছে, জ্বর আইছেনি? ডাক্তার দেহাইছিস?

ঝর্ণা: না ডাক্তার দেহাইনাই, হাজেরা আপা শুনছেন আমেনা আপার বাচ্চাটা মারা গেছে।

হাজেরা: হ, শুনছি তো কেমনে মইরলো?

ঝর্ণা: নালায় পইড়া। আমারও বাচ্চাটারে নিয়া ভয় হয় কহন যে কি হয়। আপনার বাচ্চা দুইটা কই, দেখতাছি না।

হাজেরা: স্কুলে গেছে। ওদের লাইগাই তো গার্মেন্টেস এ কাজ করিনা। গার্মেন্টেসে কাজ করলে তো ওদের দেখাশুনা করতে পারতাম না।

ঝর্ণা: তবুও তো তুমি হাতের কাজ জান, করতাছ, আমি তো বাচ্চাটারে নিয়া করতে পারিনা।

হাজেরা: আর কইছনা, আজ কয়দিন ধরে হাতের চুলকানির জন্য কাজ করতে পারতাছি না।

ঝর্ণা: কই দেহি কি হইছে? [হাজেরা তার হাত ঝর্ণাকে দেখায়।] এ হাজেরা আপা আপনার হাতে তো মনে হয় পচন ধরছে, আপনি ডাক্তার দেহাইছেন?

হাজেরা: না, আমারও তাই মনে হয়, ঘর উঁচা করছি তো কি হইছে, রাস্তা তো আর উঁচা হয় নাই। আমার মনে হয় জমা পানি থেইকা হইছে।

[এর মধ্যে শিল্পী শাড়ীর কাপড় নিয়ে আসে]

শিল্পী: হাজেরা আপা, কেমন আছেন?

হাজেরা: ও শিল্পী আপা আইছেন?

ঝর্ণা: হাজেরা আপা আমি তাইলে যাই।

হাজেরা: আচ্ছা।

শিল্পী: এই নাও, নতুন লটগুলোরাখ। আগের গুলা দাও।

হাজেরা: আপা আগের গুলা তো হয় নাই এই যে, করতাছি।

শিল্পী: কি কইতাছ, এহনও হয় নাই। সামনে ঈদ আসতাছে। একটু তাড়াতাড়ি কর। আর আগের গুলা যেহেতু হয় নাই আর নতুন গুলা দিমুনা তোমারে।

হাজেরা: আরে না আপা। এই কয়দিন হাতে ঘা হইছে তাই দেরি হইতাছে। কইরা দিমু আর এইগুলোও দিয়া যান।

শিল্পী: কি কও তুমি? পারবা না তো।

হাজেরা: না আপা, পারমু।

শিল্পী: আচ্ছা তাইলে ঠিক মত সব কইরা রাখবা আসি। [হাজেরার জামাই আসে। সে একটা ঠিকানা খুঁজছে।]

হাজেরা: [জামাইকে বলে] কি খুঁজতেছি।

কাশেম: ঐ যে আমাগো দেশের বাড়ী হানিফ মিয়ার পরিবার ঢাকায় আসবে। মোবাইল নম্বরটা খুঁজতেছি।

হাজেরা: কাজ কাম কোন কিছুই কর না। বাটপারি, ধান্ধা কইরা আর কত দিন চলবা। আমারে যে ডাক্তার দেখাইতে হইব সেটার কি করবা?

কাশেম: কবিরাজকে দেখাও। ডাক্তার দেখানো দরকার নাই। (মোবাইলে রিং দিয়ে কথা বলবে) হানিফ ভাই আগামী সপ্তাহে তোমরা চইলা আসো। আমি সব ব্যবস্থা কইরা রাখছি। এলাকার মুরব্বি আর ম্যানেজারের সাথে কথা বলে রাখছি। (হাজেরাকে বলে) আমি একটু পার্টি অফিস হইয়া আইতাছি।

হাজেরা: পোলাপানগুলো স্কুল ছুটি হইয়া গেছে, একটু আগাইয়া দেখ।

[হাজেরার জামাই মাথা নাড়ায় এবং চলে যায়। এরমধ্যে তার বাচ্চারা আসে। "মা।" "মা।' করে ডাকে। হাজেরা তাদেরকে দেখতে যায়।]

দৃশ্য-২

[ঝর্ণা ঘর। হাঁটু পর্যন্ত পানি, দরজার সামনে পানি সেচে।]

ঝর্ণা: কত কইরা কইছি ঘরটা উঁচু কর, উঁচুকর। না শুনবো না। কয় নিজের বাড়ী নি যে পয়সা খরচ করমু, দরজার পায়া উঁচা করছি না। আরে এতদিন তো কষ্ট করলাম। এখন তো একটা বাচ্চা আছে, একটা ভবিষ্যৎ আছে, না তা শুনবো না। ধুর আর সেচুম না। বৃষ্টি আইছে আবার ঘরটা ভইরা যাইবো। আর সেইচা লাভ নাই।

[বাচ্চা কান্নার শব্দ, ঝর্ণা ঘাটের উপরে বসে মগের পানি দিয়ে পা ধুয়ে পা তোলে। বাচ্চারে দুধ খাওয়াতে থাকে। এ সময় স্বামী আসে]

মাহবুব: ঝর্ণা, ঝর্ণা, বাবু ঘুমাইছে?

ঝর্ণা: আইসো, তোমারে যে খাবার পানি আনতে কইলাম আনছো।

মাহবুব: না। কাল সারা রাত কারেন্ট ছিল বলে পাম্প চালু করতে পারে নাই।

ঝর্ণা: মাসে মাসে তো টাকা নিতাছে। হেইয়া তো বাদ যায় না। গরমের সময় কারেন্ট নাই, বর্ষার সময় পানি নাই। পানি নাই কই কেমনে এই যে পানি, মনে হয় ডোবার উপর বাস করি।

মাহবুব: বক বক করবা। খাইতে দিবা না।

ঝর্ণা: [ইশারা করে।] বাবু ঘুমায় নাই, আমারেও ঘুমাইতে দেয় নাই এহন একটু ঘুম পারাই। আমিও একটু ঘুমাই নেই ওর সাথে। দাওতো সুতলিটা দাওতো।

মাহবুব: এই নেও। [ঝর্ণা শিশুটির পায় সুতো দিয়ে বিছানার সঙ্গে বেঁধে দেয়।]

ঝর্ণা: বাবুর আব্বা বৃষ্টি থামছে মনে হয় একটু খাবার পানি নিয়া আসো। এক ফুটাও পানি নাই।

মাহবুব: আচ্ছা ঠিক আছে, যাইতাছি। বৃষ্টি এহন থামছে, তাইলে তুমিও চল বাবুরে ডাক্তার দেখাইয়া আইবা।

ঝর্ণা: হ চলো। বাবুর আব্বা একটু সুতলিটা খুলতো।

মাহবুব: কই থাইকা যে এই নিয়ম পাইছো। [শিশুটির পা সুতো দিয়ে বিছানার সঙ্গে বেঁধে দেয়।]

ঝর্ণা: বাবু যদি পানিতে পইড়া যায় তখন কি হইবো।

মাহবুব: পানি পাইলা কই তুমি?

ঝর্ণা: এই যে কত পানি চোখে দেখতাছো না...চলো।

দৃশ্য-৩

[হাজেরার ঘর। কবিরাজ হাতে ঔষধ লাগিয়ে দিচ্ছে।]

কাশেম: কবিরাজ সাব দেখেন হাতের মধ্যে কি হইছে? (হাজেরাকে) পা দেখাও না।

কবিরাজ: আহারে কি অবস্থা? কয়দিন ধইরা হইছে?

হাজেরা: সপ্তাখানেক হইছে।

কবিরাজ: দেখি হাত গুলা মগের মধ্যে রাখ, এই পানির সাথে গরম পানি মিশিয়ে নিম পাতা দিয়া প্রতিদিন দুইবেলা করে হাত ধুইবা। আর এইডা সকালে আর দুপুরে খাইবা।

কাশেম: এই ভালো কইরা বুইঝা লও।

হাজেরা: হ, আমার মনে হয় ময়লা পানি দিয়া হইছে।

কবিরাজ: আর কারও তো হইল না, তোমার একলা হইল কেন, ওই মিয়া তোমার বউয়ের উপর মন্দ বাস আছে।

কাশেম: যেটা বুঝ না সেটা কও ক্যা।

কবিরাজ: এই লও এইডা ওর শরীরে বাইন্দা দেও, এইডা বিছানার নিচে রাখবা, আর এইডা চুলার উপর দিবা, ঠিক হইয়া যাইব। আমি যাই।

মকবুল: এই কাশেম, কাশেম...

কাশেম: ভাই আইছেন আমি আইতাছি। এই গুলা গুছাইয়া রাখ ম্যানেজারসাব এর লগে আমি কথা কইয়া আইতাছি।

হাজেরা: হ, আমার বুদ্ধি কম। কত কইরা কইলাম যখনমিটিং এ বস, তখন নালা পরিস্কারের কথা কওনা কেন।

কাশেম: যেটা বুঝ না ওইটা লইয়া কথা কও কেন? ঢাকা শহরের পানি কই যায়, মহিলা মানুষের যত আজাইরা কথা।

[ম্যানেজার ডাকবে। হাজেরার স্বামী বের হবে।]

মকবুল: শোন জরুরী কথা আছে। কাল মোবাইল কোর্ট আসবে। সকাল থেকে কারেন্ট পানি থাকবো না।

কাশেম: কারেন্ট ও পানির ফাইলের কি করলেন?

মকবুল: আরে তোমারে কেমনে বুঝাই। এই যে দেহ ডিজিটাল ম্যাপ হয়েছে না, ম্যাপে জায়গাটা খাস দেখানো। তাই এখানে কারেন্ট পানির লাইন হবে না।

কাশেম: আমাগো নেতারে দিয়া কাজটা করায়ালান।

মকবুল: হবে হবে সময় লাগবো। তো তোমার পার্টির খবর কি?

কাশেম: কালকে আসবো, চিন্তা কইরেন না।

মকবুল: আমি লোকজন ঠিক কইরা রাখছি। তোমার লোক আসলেই কাজ শুরু কইরা দিবা। কালকের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। বন্ধ আছে তো, সরকারী লোকজন থাকবো না। চল চা খেয়ে আসি।

[এ সময় শিল্পী আসবে। সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করবে। একই সময়ে কবিরাজ বের হয়ে আসবে। হাজেরার স্বামী, ম্যানেজার ও কবিরাজ একসঙ্গে বের হয়ে যাবে।]

শিল্পী: আপা কেমন আছেন? আমার কাজগুলো হইছে?

[হাজেরা হাত নিয়ে ঝামেলার মধ্যে পড়বে। ইতস্তত হবে।]

হাজেরা: আপা একটু বসেন। চা দেই। সোহেলের বাবা শুনতাছো একটু চা আইনা দিবা। কয়েকদিন যাবত কোন কাজ করতে পারতাছি না। হাত পা জ্বলে, পুড়ায় আর চুলকায়।

শিল্পী: তারমানে কোন কাজ হয়নি। আপনি তো আমারে ডুবাইবেন। বুঝছি...যে কয়টা হইছে দিয়া দেন। বাকীগুলোও দেন। অন্যকাউকে দিয়া কাজটা করাইয়া নিব।

হাজেরা: আপা আর কয়েকটা দিন সময় দেন। কাজ করতে না পারলে তো সংসার চলব না।

শিল্পী: আপনার যেমন বিপদ আমারও বিপদ, বুঝেন না। আমারেও তো জমা দিতে হইব।

[শিল্পী চুমকি শাড়ী, জামা গুছাবে এবং চলে যাবে। হাজেরা বুঝাতে বুঝাতে একসাথে বের হয়ে যাবে।]

দৃশ্য-৪

[ঝর্ণার ঘর। রাত। বাচ্চাটির গোড়ালি খাটের সাথে বাঁধা। ঝর্ণা এবং বাচ্চা দুজনেই বিছানায় শুয়ে আছে। হারিকেন খাটের উপর। ঝর্ণার স্বামী খাটের উপর ভাত খাচ্ছে।]

ঝর্ণা: বাবুর আব্বা, বাবুর আব্বা। কই তুমি? এখানে আসো। তারাতারি।

মাহবুব: আমাকে দাও। আমি বিছানাটা উঁচু করব এবং তুমি ইটগুলো বিছানার নীচে রাখবা।

[ঝর্ণা শিশুটির পায়ের বাঁধন খুলে দেয় এবং ইট দিয়ে বিছানাটা উঁচু করে দেয়।]

ঝর্ণা: হ উঁচু কর তাড়াতাড়ি।

মাহবুব: এইদিকে দেও।

ঝর্ণা: বাবুর আব্বা এই দিক দিয়া পানি পড়ে নি দেখতো, পড়লে পাতিল টা দিয়া দেও।

মাহবুব: হ দিতাছি।

ঝর্ণা: ধুর এইডা একটা জীবন হইল। নিচেও পানি উপড়েও পানি। বাবুটারে ঘুম পাড়ায়া দেই। অনেক রাত হইছে।

মাহবুব: হ বাবুরে ঘুম পাড়াইয়া তুমিও ঘুমাইয়া যাও, আমি থারিকেনটা নিভাইয়া দেই।

ঝর্ণা: না না নিভাইওনা, বাবু রাতে উঠলে কি করমু, কমাইয়া দেও।

মাহবুব: আচ্ছা আমিও ঘুমাইয়া পড়ি।

[দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ে। হঠাৎ শিশুটি পানিতে পড়ে যায়। মা চিৎকার করে উঠে।]

ঝর্ণা: বাবু কই বাবু? বাবু পানিতে পইড়া গেছে।

মাহবুব: কি?। বাবুর কাপড়টা খুইলা দেও। শান্ত থাক। আমাকে দেখতে দেও। তুমি কেন দড়িটা বাবুর সাথে বাঁধো নাই? আর তুমি গভীর ঘুম ঘুমাইতেছো? ছাড় তাকে। আমাকে দেখতে দাও।

ঝর্ণা: কিছু একটা কর।

মাহবুব: চুপ থাক, আমি দেখতাছি। তোমার কিছু করন লাগবো না।...চল, চল ডাক্তারের কাছে চল।

দৃশ্য-৫

[নামার দিকে ম্যানেজার কয়েকজন লোক নিয়ে নালা বন্ধ করছে। হাজেরার স্বামী গ্রাম থেকে পরিবারটি নিয়ে দাড়িয়ে আছে।]

মকবুল: তাড়াতাড়ি কর। হ্যাঁ ওইদিক টা ঢুকাও। এদিকে ফেল।

কাশেম: ভাই, এই যে ওদের কথাই বলেছিলাম। আমার দেশের মানুষ, আত্মীয় বলতে পারেন।

মকবুল: নিয়ম কানুন বলে রাখছ। ঝামেলা যেন না হয়।

কাশেম: সব বলা আছে।

মকবুল: নামার দিকে আপাতত থাক। কাগজ পত্র হইলে পরে দেখা যাইব। পুর্নবাসন প্রকল্পে ঢুকাইয়া দিমু নে।

[এ সময় হাজেরা ছুটে আসে। তার স্বামীকে বলে।]

হাজেরা: তুমি এই কাজটা করতে পারতাছ, এভাবে যদি নালাবন্ধ কইরা দাও তাহলে পানি যতটুকু যাইত তাও যাইব না। তুমি দেখ না হাতের এই অবস্থার কারণে কাজ সব ছুইটা যাইতাছে।

মকবুল: আরে ওরা থাকবো কই? অসহায় মানুষগুলো, তোমার গ্রামেরই তো।

হাজেরা: আপনি বুঝদার মানুষ হইয়া এটা কি করতাছেন?

মকবুল: আরে এতে আমার লাভ কি, আমি উপকারই করতাছি। (কাশেমকে) তুমি কিছু কওনা।

কাশেম: যা ঘরে যা, যা বুঝস না তা নিয়া কথা কইস না। ঘরে যা।

হাজেরা: না আমি বেবাকরে ডাকুম। ঝর্ণা, ফাতেমা, আমিনার মা, এদিকে আহ দেহ। দেহ কি করতাছে দেহ।

[ঝর্ণা ছুটে আসে, সাথে বাচ্চা।]

ঝর্ণা: ম্যানেজার এটা বন্ধ কর। পানি জইমা থাকে, কাল রাত বড় একটা ঘটনা ঘইটা যাইত। জান না। আমি বাঁইচা থাকতে ভরাট করতে দিমু না।

[ঝর্ণা কোলের বাচ্চাটাকে অন্যজনের কোলে দিয়ে ভরাট করার শ্রমিকদের বাঁধা দেয়। ম্যানেজার ধমক দিতে থাকে। কোলাহল শুরু হয়। এরমধ্যে কাশেম ঝর্ণাকে ধাক্কা দেয়। ঝর্ণা পড়ে যায়। আবার উঠে দাঁড়ায়...]

উপস্থিত দর্শকবৃন্দের সাথে আলোচনা পর্ব।

Script Copyright © 2016 Joanne Jordan and University of Dhaka

A

Pot Gan 'Jol-Duari' designed and supervised by Mr Ahasan Khan and presented by students of the University of Dhaka's Department of Theatre and Performance Studies.

Cast and Production

Mr S. M. Jumman Sadiq
Ms Nipa Sarkar
Ms Umme Hane
Ms Tania Akther
Mr Mahbob Alam Sarker
Ms Suraya Khatun
Mr Sanwarul Haque
Mr Abdur Razzak
Mr Rafi Hasan Rahman
Ms Ummay Somaiya
Ms Faria Rahman
Mr Tanmay Paul
Mr Shongkar Kumer Biswas
Ms Farzana Habib Labannya
Mr Roney Das
Ms Israt Jahan Moutusi
Mr Shakhawat Islam
Ms Atoshi Amin
Ms Shuvra Goswami

Project Coordinator	Dr Joanne Jordan
Pot Gan Director	Mr Ahasan Khan
Research Assistant	Ms Thahitun Mariam
Project Photographer	Dr Joanne Jordan
Script Translator	Ms Lamiya Jabbar
Light Operator	Mr Mojnu Mia
Documentary Filmmaker	Mr Ehsan Kabir
Event Photographer	Mr Jashim Salam

Acknowledgements

This project was financially supported by the Royal Geographical Society (with IBG) with an Environment and Sustainability Research Grant, The University of Manchester's Humanities Strategic Investment Research Fund and the School of Environment, Education and Development Research and Impact Stimulation Fund. I would also like to convey my heartfelt gratitude to my project partner, the Department of Theatre and Performance Studies, University of Dhaka, particularly: Mr Md. Ahasan Khan; Prof Syed Jamil Ahmed; Mr Sudip Chakroborthy and their students' whose talent, enthusiasm and hard work made this performance a reality. This project also benefitted from the support of many individuals and organisations, including: the Global Development Institute's communication and impact team, the International Centre for Climate Change and Development (ICCCAD), British Council, Dr Saleemul Huq, Ms Amy Gibson, Ms Sarwat Reza, Dr Hannah Reid, Mr Matt Pusey, Ms Farhana Ahmed, Ms Thahitun Mariam, Mitra and Associates, Ms Sadia Rezaq, Dushtha Shasthya Kendra (DSK), and Coalition for the Urban Poor (CUP), and many more without whoms support this event would not have been possible. Most importantly, I would like to thank the participants in this research, especially the generous participation of the inhabitants of a slum in Dhaka (anonymised due to ethical reasons) that this research project focused on. Without them this study would never have been possible.

Global Development Institute

The University of Manchester has been at the forefront of development studies for over 60 years.

The Global Development Institute addresses global inequalities in order to promote a socially-just world in which all people, including future generations, are able to enjoy a decent life.

We are the largest dedicated global poverty and inequality research and teaching institute in Europe. Development studies at The University of Manchester are ranked third in the QS World University Rankings. The results of the most recent Research Excellence Framework ranked GDI first for impact ranking in Development Studies in the UK, with many of our researchers deemed to be 'world leading'.

Further Information

This performance forms part of a documentary to be screened to both international and national audiences.

For further information contact:

Dr Joanne Jordan
Lecturer in Climate Change and Development

Global Development Institute
The University of Manchester, Oxford Rd, Manchester, M13 9PL, UK

Website: http://www.gdi.manchester.ac.uk
Email: joanne.jordan@manchester.ac.uk
Twitter: @JoanneCJordan @GlobalDevInst #GDIpotgan
Facebook: https://www.facebook.com/GDIpotgan
https://www.facebook.com/globaldevinst

MANCHESTER 1824
The University of Manchester